ইউনিট ৩
শিক্ষাক্রম ঃ প্রণয়ন ও উন্নয়ন

ইউনিট ৩ শিক্ষাক্রম ঃ প্রণয়ন ও উন্নয়ন

শিক্ষা জাতির জীবনশক্তিকে ধারণ করে। শিক্ষা উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা একটি জাতির আশা আকঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। উন্নত জীবন যাপন ও সমাজের অগ্রগতি সাধনে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী করে তোলে। শিক্ষা ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলী এবং সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, ভাল-মন্দ জানতে সহায়তা করে এবং সে সঙ্গে কর্তব্যজ্ঞান, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, সহমর্মিতা, সহনশীলতা মানুষে মানুষে মৈত্রী ইত্যাদি গুণের অধিকারী করে তোলে। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য দক্ষ, উৎপাদনক্ষম জনশক্তি গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর অর্পিত। শিক্ষা মানুষকে দেশপ্রেমিক করে গড়ে তোলে, নেতৃত্ব দানের গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করে। অর্থাৎ দেশপ্রেম, মানবতা, নৈতিক মূল্যবোধ, কায়িক শ্রমের মর্যাদাদান, নেতৃত্ব সংগঠনের গুণাবলি, চারিত্রিক গুণাবলি, সৃজনশীলতা, সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি বিকাশের মূল হল শিক্ষা।

শিক্ষাব্যবস্থাকে সুপরিকল্পিতভাবে রূপদানের বাহন হচ্ছে শিক্ষাক্রম। এ কারণেই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হলে কতকগুলো নীতি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন হয়। তাছাড়া শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক স্তর বা পর্যায় অনুসরণ করা হয়। সামগ্রিক শিক্ষাক্রম রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার কর্মকুশলীর সহায়তা গ্রহণের দরকার হয়। এর মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা মুখ্য। শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীর যাবতীয় শিক্ষা কর্মকাণ্ড নির্ধারণে শিক্ষাক্রম ব্যবহার করেন।

শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জানার আগ্রহ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। বস্তুত শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা এবং তার উন্নয়ন সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী প্রচারণা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর। কারণ তখন পৃথিবীর বহু দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এসব নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্র নিজেদের চাহিদা মাফিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য মনোনিবেশ করে। ফলে চল্লিশ দশকের শেষার্ধ থেকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাক্রম উন্নয়নে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে মহাকাশে স্পুটনিক প্রেরণে রাশিয়ার অভাবনীয় সাফল্য সারা বিশ্ব জুড়ে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পরিমার্জন ও নবায়ন সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে গত চার-পাঁচ দশকে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের নানা তত্ত্ব, মডেল, পদ্ধতি, প্রণালী ও কলা-কৌশল উদ্ভাবিত হয়। শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার আগে আমরা শিক্ষাক্রম তত্ত্ব কি তা জেনে নিই।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতি, পর্যায় ও শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর ভূমিকা শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সম্বন্ধে কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন বিষয়ে কিছু তত্ত্ব এবং কিছু মডেল উদ্ভাবন করেছেন। এসব শিক্ষাক্রম তত্ত্ব ও মডেল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা এই ইউনিটে আলোচনা করব।

পাঠ ৩.১ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতি ও বিবেচ্য দিক

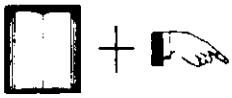

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষাক্রম প্রণয়নের মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বিবেচ্য দিকগুলোর নাম বলতে পারবেন।

সমকালীন বিশ্বের নানা দেশে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের উৎস এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণে যে সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় সেগুলো ধারাবাহিকভাবে এখানে আলোচনা করা হল -

জনগোষ্ঠীর জীবনদর্শন

- একটি জনসমষ্টির জীবন দর্শন হল - সেই জনগোষ্ঠির শিক্ষাদর্শনের মূল উৎস। এই উৎস থেকে উদ্ভূত হয় এই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দিষ্ট, অভীষ্ট, সাধারণ উদ্দেশ্য ও বিশেষ উদ্দেশ্য। শিক্ষাক্রম শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। দেশকাল পাত্রভেদে শিক্ষার কতগুলো চিরায়ত উদ্দেশ্য রয়েছে ; আবার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য নিরূপিত হয়ে থাকে।

জনগোষ্ঠির সামাজিক কর্মকাণ্ড

- একটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক কর্মকাণ্ড বলতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং বিভিন্ন দল ও মতাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াকে বোঝানো হয়। এ প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের আদর্শ, মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর প্রতিফলন ঘটে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা ইত্যাদি পরিপূর্ণ স্বীকৃতি পায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ও ক্রিয়াকর্মে এগুলোর পূর্ণ বিকাশ ও লালনের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এভাবে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণের সময় এ সকল মূল্যাবোধের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

- দার্শনিক ও সমাজতান্ত্রিক উৎস ও ভিত্তি হতে উৎসারিত জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আরো বেশ কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে বা জাতির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নিয়মনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অনেক দেশেই জাতীয় আর্থিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা তার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগী ও সম্পূরক কার্যক্রম হিসেবেই শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই উভয় পরিকল্পনায় শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু নীতিমালা বিধৃত থাকে। এ সকল নীতিমালাও শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে বিশিষ্ট অবদান রাখে। অনেক দেশেই নাগিরকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনবোধ, যুগের চাহিদা, আগামী এক বা দুই দশকের মধ্যে দেশে আর্থিক পরিবর্তন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব ইত্যাদি বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয়। এই শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় সমকালীন জীবনধারা, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, জাতীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তিনীতি, মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতি, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার জন্য দক্ষ জনশক্তির চাহিদা, মানব সম্পদ ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ অভিক্ষেপ, আগামী দুই-তিন দশকে যে সকল শিক্ষার্থীরা নাগরিক দায়িত্ব পালন করবে এবং কাজের জগতে প্রবেশ করতে তাদের কি ধরনের যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে সে সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করা হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা যাতে এগুলো সরবরাহ করতে পারে তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ফলে এই শিক্ষানীতিই জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণে দিক নির্দেশনা দেয়।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বিবেচ্য দিকসমূহ

সমকালীন বিশ্বের শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ উপরে বর্ণিত মূলনীতিগুলোর সঙ্গে সমকালীন জীবনের বিশেষ বিশেষ চাহিদাগুলোকেও শিক্ষাক্রম রচনার বিবেচ্য দিক হিসেবে সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে থাকেন। এ বিবেচ্য দিকগুলো হল ঃ

- শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ও যৌক্তিক ক্ষমতার বিকাশ
- পরিবেশগত সচেতনতার বিকাশ
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিণাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি
- শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন
- জাতীয়তাবোধ জোরদারকরণ
- মূল্যবোধের বিকাশ সাধন
- জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ
- স্ব-শিখন ও স্ব-কর্ম সংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ
- সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধন
- আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রতকরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। শিক্ষা দর্শনের মূল উৎস কোন্‌টি?
- ক) জীবন দর্শন
- খ) দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ
- গ) সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ
- ঘ) সমকালীন জীবনধারা

২। কোন্‌টি থেকে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণের নির্দেশনা পাওয়া যায়?
- ক) জীবনবোধ
- খ) শিক্ষানীতি
- গ) দক্ষ জনশক্তির চাহিদা
- ঘ) যুগের চাহিদা

৩। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের শিক্ষাক্রমে কোন্‌টি যথাযথ গুরুত্ব পায়নি?
- ক) সমকালীন জীবনের চাহিদা
- খ) বর্তমান অভিক্ষেপ
- গ) স্ব-শিখন ও স্ব-কর্মসংস্থান
- ঘ) জাতীয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতি

পাঠ ৩.২ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পর্যায়ে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর ভূমিকা

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পর্যায়গুলোর নাম বলতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নে (১) শিক্ষক ও (২) শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় অনুসৃত হয়ে থাকে। এই বইয়ের প্রথম ইউনিটের দ্বিতীয় পাঠে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধারণাগত যে বিবর্তন ঘটেছে তা আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নেও বিভিন্ন পর্যায় অনুসৃত হয়েছে। এই পাঠে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে যে সব পর্যায় অনুসরণ করা হয় এর প্রধান কয়েকটি উপস্থাপন করা হল ঃ

- ইউনেস্কো প্যারিস (১৯৭৭) আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিকল্পনা ইনস্টিটিউট (আই,আই,ই,পি,) শিক্ষাক্রম প্রণয়নে তিনটি পর্যায় চিহ্নিত করেছে। যেমন-
  - শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন ;
  - পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়নের রূপরেখা নির্ধারণ এবং
  - শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ইউনেস্কোর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক অফিস, ব্যাংকক (১৯৭৮) শিক্ষাক্রম প্রণয়নে চারটি পর্যায় অনুসরণের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। সেগুলো হল ঃ
  - শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ ;
  - শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন ও বিন্যাসকরণ ;
  - শিখন সামগ্রী প্রস্তুতকরণ এবং
  - শিক্ষাক্রমের মান নিয়ন্ত্রণকরণ।
- ইরান, কোরিয়া, নেপাল ও থাইল্যাণ্ড শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কম-বেশি নিম্নোক্ত স্তরগুলো অনুসরণ করে থাকে ঃ
  - জরিপের মাধ্যমে শিক্ষার জাতীয় চাহিদা নিরূপণ ;
  - জাতীয় চাহিদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ ;
  - বিষয়বস্তুর চিহ্নিতকরণ এবং তা অনুসরণে শিখন-শেখানো উপকরণ প্রণয়ন এবং
  - মূল্যায়ন।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), বাংলাদেশ, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম (১৯৯৫) পরিমার্জনে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো অনুসরণ করেছে ঃ
  - সময়ের চাহিদার আলোকে বিশেষজ্ঞগণের অভিমতের ভিত্তিতে ও প্রচলিত শিক্ষাক্রম পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষার জাতীয় প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ ;
  - শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ ;
  - বিষয়বস্তু সনাক্তকরণ ;
  - শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন ও প্রাক মূল্যায়ন ;
  - শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম প্রণয়ন এবং
  - শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন (প্রণয়নকালে ও প্রণয়ন শেষে)।

এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়াও এসব পর্যায় বা স্তর কিংবা ধাপ অনুসরণ করে থাকে। শিক্ষাক্রম তত্ত্ব ও মডেল পর্যালোচনা ইউনিটে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে তখন আমরা এ বিষয়ে আরও গভীরভাবে জানতে পারব।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষকের ভূমিকা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন দক্ষ কর্মকুশলীদের কাজ। এ ছাড়া শিক্ষাক্রম রচনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ধাপে অপরিহার্য কুশলী হিসেবে থাকেন শিক্ষক, সে কারণে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষকের প্রধান প্রধান ভূমিকা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল ঃ

- প্রচলিত শিক্ষাক্রম সময়ের চাহিদা পূরণে কতটুকু সমর্থ সে সম্পর্কে সঠিক অভিমত শিক্ষকবৃন্দই প্রদান করতে পারেন।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমের কোন কোন দিকের কার্যকারিতা সময়ের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে সেগুলো কেবলমাত্র শিক্ষকই যুক্তি সহকারে চিহ্নিত করতে পারেন।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমকে সময়ের ও জাতীয় শিক্ষার চাহিদার সাথে সচল রাখার জন্য কোন কোন নবতর দিক সংযোজন করতে হবে শিক্ষকই তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন।
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষার্থীর চাহিদাকে ও যথাযথভাবে যথাস্থানে সংযোজন করতে হয় আর শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা কি তা শিক্ষকই তা যথার্থরূপে উপস্থাপন করতে পারেন।
- শিক্ষাক্রমের প্রণীত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনযোগ্য কি না তা শিক্ষকবৃন্দই সঠিকভাবে বলতে পারেন।
- চিহ্নিত বিষয়বস্তু ও প্রণীত শিখন সামগ্রীগুলো সফলভাবে শিক্ষার্থীদেরকে শেখানো যাবে কি না সে সম্পর্কে একমাত্র শিক্ষকই সঠিক মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণে কোন কোন দিকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং কত সময়ব্যাপী এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে সে সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দই সঠিক পরামর্শ রাখতে পারেন।
- শিক্ষাক্রমে - জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি - এ তিনটির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে কি না তা শিক্ষকবৃন্দই সূক্ষ্মভাবে বিচার করে অভিমত প্রদান করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে চিহ্নিত যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য কি ধরনের শিক্ষা উপকরণ, যন্ত্রপাতি অপরিহার্য তা শিক্ষকই বলতে পারেন।
- শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা ও শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে কোন কোন ধরনের পরিমাপ কৌশল প্রয়োগ করতে হবে এবং যে সব কৌশল অবলম্বন করতে বলা হয়েছে সেগুলো প্রয়োগ করা সম্ভব কি না তা শিক্ষক সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য অভিমত দিতে পারেন।

শিক্ষার্থীর ভূমিকা

- শিক্ষাক্রমে আওতাভুক্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর কোনগুলো শিক্ষার্থীর জন্য কঠিন শিক্ষার্থীরা তা চিহ্নিত করতে পারে।
- পাঠ্য বিষয়বস্তু পরিবেশনার ক্ষেত্রে ভাষা, শব্দ, বাক্য কাঠামো ইত্যাদির কোনগুলো শিক্ষার্থীর জন্য দুরূহ তা তারা সঠিকভাবে বলতে পারে।
- শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর কোনগুলো বাস্তব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় সেগুলো সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা অভিমত দিতে পারে।
- শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন বিষয় বা ক্ষেত্রগুলো শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত করতে পারে এবং কোনগুলো অন্তর্ভুক্ত করলে সঙ্গতিপূর্ণ হবে অনেক ক্ষেত্রে তা নির্দেশ করতে পারে।

- শিক্ষার্থীর শিখনে আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না তা বলতে পারে।
- শিক্ষার্থী নিজে নিজে পড়ে শেখার পর্যাপ্ত সুযোগ আছে কি না, সে সম্পর্কে তারা সঠিক অভিমত দিতে পারে।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে শেখার ব্যবস্থা এবং সংবেদনশীল সুনাগরিক হিসেবে পড়ে ওঠার সুযোগ আছে কি না তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কোন্ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে?

ক) কঠিন বিষয়বস্তু চিহ্নিতকরণ
খ) যোগ্যতাসমূহ চিহ্নিতকরণ
গ) শিখন সামগ্রীর উপযোগিতা নিরূপণ
ঘ) বিষয়বস্তু সনাক্তকরণ

২। প্রচলিত শিক্ষাক্রম সময়ের চাহিদা পূরণে কতটুকু সমর্থ - কে সঠিকভাবে বলতে পারেন?

ক) শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ
খ) শিক্ষক প্রশিক্ষক
গ) বিষয় বিশেষজ্ঞ
ঘ) শিক্ষক

৩। শিক্ষার চাহিদা নিরূপণের উৎকৃষ্ট উপায় কোন্‌টি?

ক) ব্যাপকভিত্তিক জরিপ ও গবেষণা চালানো
খ) বিশেষজ্ঞের অভিমত গ্রহণ ও প্রচলিত শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা
গ) সমকালীন চাহিদার ভিত্তিতে নতুন বিষয়বস্তু সংযোজন
ঘ) প্রচলিত শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা

পাঠ ৩.৩ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি —

- রাফটাইল, হিলডা তাবা, হুইলার, কার, লেভি ও ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিষয়ক তত্ত্বগুলো পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- উল্লিখিত তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

টাইলার তত্ত্ব

রাফ টাইলার ১৯৪৯ সালে সর্বপ্রথম শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তত্ত্ব প্রদান করেন। রাফ টাইলারের তত্ত্বটি চারধাপ বিশিষ্ট। তিনি চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কার্যক্রম বিবৃত করার চেষ্টা করেছেন। এসব প্রশ্ন প্রথম ইউনিটের প্রথম পাঠে বিবৃত করা হয়েছে। টাইলারের তত্ত্বটিকে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা হল ঃ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ⟶ বিষয়বস্তু ⟶ শিখন অভিজ্ঞতা সংগঠন ও বিন্যাস ⟶ মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের তত্ত্ব প্রদানের মধ্যেই টাইলারের অবদান সীমাবদ্ধ নয়। এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনিই প্রথম উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের দিক নির্দেশনা করেছেন এবং সাথে সাথে উদ্দেশ্যের উৎসও চিহ্নিত করেছেন। উদ্দেশ্য নির্ণয়ের পর বিষয়বস্তু নির্বাচন করা, নির্বাচিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিষয়বস্তুকে সংগঠন করা এবং সবশেষে মূল্যায়ন করে দেখা - উদ্দেশ্যাবলী কতটা অর্জিত হয়েছে। তাঁর সূত্রানুসারে বিভিন্ন উৎসের উপর ভিত্তি করে উদ্দেশ্য নির্ণয়ের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে তার সমাপ্তি।

তাবা তত্ত্ব

হিলডা তাবা ১৯৬২ সালে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সম্পর্কে একটি বিশদ তত্ত্ব প্রদান করেন। এই শিক্ষাক্রম তত্ত্বের বিভিন্ন উপাদানগুলো অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত। এটির প্রতিটি উপাদান চিন্তাপ্রসূত ও ক্রমবিন্যাস রীতিতে সাজানো। এ কারণে এই তত্ত্বকে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের একটি প্রগতিশীল মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হিলডা তাবার তত্ত্বটিকেও সাত ধাপ বিশিষ্ট তত্ত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সাতটি ধাপ হল ঃ

- প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ
- উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- বিষয়বস্তু নির্বাচন
- বিষয়বস্তু সংগঠন
- শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন
- শিখন অভিজ্ঞতা সংগঠন
- কি মূল্যায়ন করা হবে এবং কি উপায়ে কিসের মাধ্যমে তা করা হবে ইত্যাদি নিরূপণ।

হুইলার তত্ত্ব

হুইলার তত্ত্বটি পাঁচ ধাপ বিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার নক্সা। এই তত্ত্বটি মূলত টাইলার তত্ত্বের উন্নত সংস্করণ। হুইলার ১৯৬৭ সালে এই বৃত্তাকার তত্ত্বটি প্রদান করেন। তার তুলনামূলক আলোচনা ঃ

- হুইলার তত্ত্ব চক্রাকার আর টাইলার তত্ত্ব রৈখিক এবং এতে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আরম্ভ ও শেষ আছে।
- হুইলার সর্বপ্রথম শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিক রূপ দান করেন।
- হিলডা তাবা, কার, লটনের শিক্ষাক্রম তত্ত্ব হুইলার তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর আধুনিক তত্ত্ব।
- বিষয়বস্তু, শিখন অভিজ্ঞতা সনাক্তকরণ ও বিন্যাস সম্পর্কে শিক্ষাক্রমতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

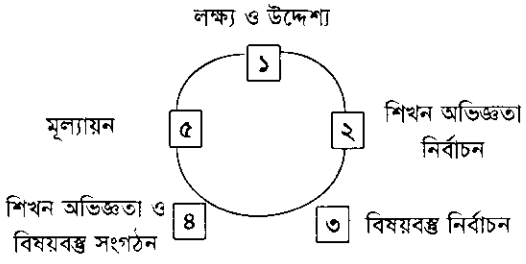

হুইলার তত্ত্বের চিত্র

কার তত্ত্ব

কারের শিক্ষাক্রম তত্ত্বটি শিক্ষাক্রম প্রণয়নের একটি বিশদ মডেল। তিনি ১৯৬৮ সালে এই তত্ত্ব প্রদান করেন। কার তত্ত্বে শিক্ষাক্রম প্রণয়নকালে যে সব বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে হয় এর সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে একটি অংশের সাথে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অংশের নিবিড় সম্পর্ক ও পারম্পর্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে অপরাপর যে যে দিকে বা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয় এর সব কিছুই তাতে আনা হয়েছে। কার এর তত্ত্ব অনুসারে যখন যে অংশের উপর কাজ করা হয় তখন অন্যান্য অংশ সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হয় যাতে পরবর্তী সময়ে কোন কাজে ব্যাঘাত না হয়। নিচে কার তত্ত্বের চিত্র দেওয়া হল ঃ

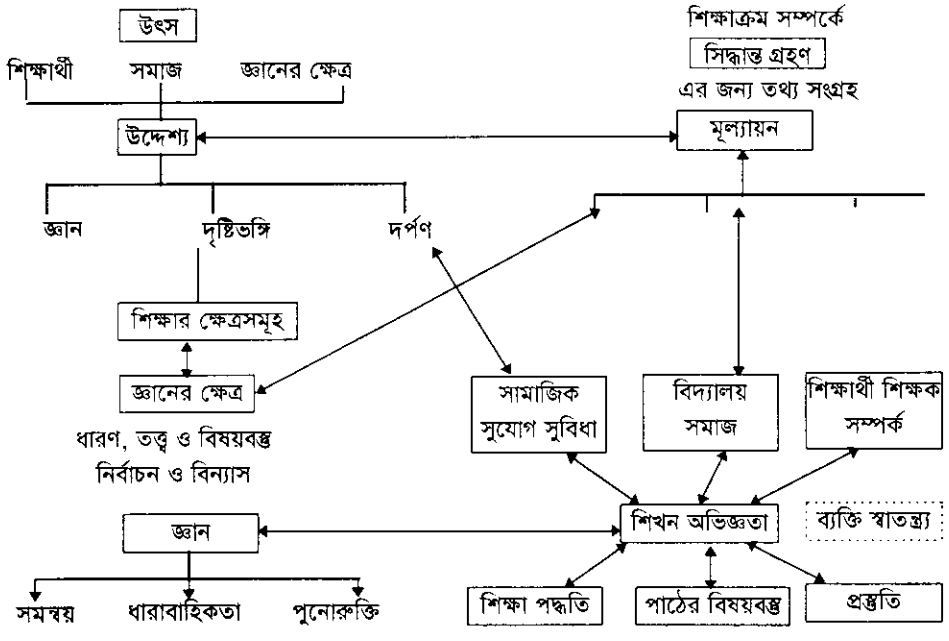

কার তত্ত্বের চিত্র

সবশেষে বলা যায় যে, কার তত্ত্বটি আধুনিক, বিশদ এবং বিজ্ঞানসম্মত। এই তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হলে - জনবল, মেধা, শ্রম, সময়, অর্থ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে কার তত্ত্ব অনুসরণ করা সম্ভব হলে অবশ্যই অধিক সুফল পাওয়া যাবে।

লেভীর তত্ত্ব

আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিকল্পনা ইনস্টিটিউটের সহায়তায় লেভী ১৯৭৭ সালে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রধান কার্যাবলি শিরোনামে এই তত্ত্বটি উদ্ভাবন করেন। তিনি এই তত্ত্বে তিনটি ধারাবাহিক পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের প্রক্রিয়া উল্লেখ করেন।

নিচে লেভীর তত্ত্বের কাঠামো সংক্ষেপে বিবৃত করা হল-

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রধান কার্যাবলি ঃ

স্তর	কার্যক্রম
শিক্ষাক্রমের রূপরেখার পরিকল্পনা	উদ্দেশ্য প্রণয়ন বিষয়বস্তু চয়ন শিখন শেখানো কার্যাবলি নিরূপণ
শিখন সামগ্রী প্রস্তুতকরণ	শিখন শেখানো সামগ্রী তৈরি নির্ধারিত স্তরের শিখন সামগ্রী সংগঠন ও বিন্যাস নতুন সামগ্রীসমূহের উপযোগিতা যাচাই মূল্যায়নের ভিত্তিতে সংশোধন ও পরিমার্জন
বাস্তবায়ন	**বিস্তরণ**
	শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কার্যকর পরিকল্পনা শিক্ষক প্রশিক্ষণ জাতীয় পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ পুনরাবর্তন

ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশল

ইউনেস্কো তত্ত্ব

একটি শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রমের সে দেশের জনগণের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। সেজন্য সমাজ, কৃষ্টি, প্রচলিত আচার-আচরণ এবং ব্যক্তির সমকালীন জীবনের চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নিরূপণ করা অপরিহার্য। শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক, নীতি নির্ধারক ও অভিভাবকগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কার্যকর, সবল ও যুগোপযোগী শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ করা সম্ভব হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের বাহন হচ্ছে বিষয়বস্তু এবং তার পারম্পর্য ও কাঠামোগত বিন্যাস অনুসারে সংগঠন করা হয়। কারণ এতে করে উদ্দেশ্যের সাথে বিষয়বস্তু, গ্রন্থনা, উপস্থাপনা, পর্যাপ্ততা, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি বজায় রাখা হয়। পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা এবং অন্যান্য সহায়ক শিখন উপকরণ, মূল্যায়ন হাতিয়ার এবং শিখন শেখানো-কৌশলাদি নিরূপণ ও প্রয়োগ সবই যেন উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয় এবং ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত বিদ্যালয় তার যোগান দিতে পারে তার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হয়। শিক্ষার গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য - নতুন শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণ (পাঠ্যপুস্তক, ওয়ার্কবুক, নির্দেশিকা ইত্যাদি) দেশব্যাপী ব্যবহারের পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করার দরকার হয়। ইউনেস্কো কর্তৃক উদ্ভাবিত শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশলটি তত্ত্ব হিসেবে পরিগণিত না হলেও এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। নিচে ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশলের ধাপগুলো উপস্থাপন করা হল ঃ

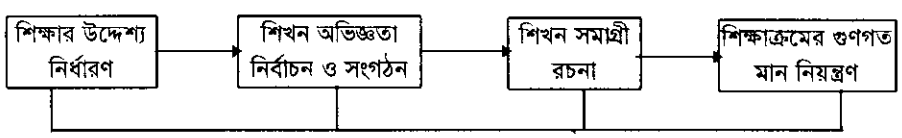

ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশল

বস্তুত ইউনেস্কো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশলের চারটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ

- শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন ও সংগঠন
- শিখন সমাগ্রী রচনা
- শিক্ষাক্রমের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। টাইলার কত সালে সর্বপ্রথম শিক্ষাক্রম তত্ত্ব প্রদান করেন?

ক) ১৯৬৮
খ) ১৯৬৭
গ) ১৯৬২
ঘ) ১৯৪৯

২। বৃত্তাকার শিক্ষাক্রম তত্ত্ব কে প্রদান করেন?

ক) তাবা
খ) কার
গ) হুইলার
ঘ) লেভী

৩। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষাক্রম দেশব্যাপী প্রবর্তনের পূর্বে কোন্ ব্যবস্থাটি গ্রহণ করতে হবে?

ক) বিশেষজ্ঞগণের অভিমত গ্রহণ
খ) পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই
গ) শিক্ষকদের মতামত জরিপ
ঘ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

পাঠ ৩.৪ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল

এই পাঠ শেষে আপনি —

- প্রক্রিয়াভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রক্রিয়াভিত্তিক মডেলের সীমাবদ্ধতা বিবৃত করতে পারবেন।
- উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

আমরা আগের পাঠে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব বর্ণনা ও আলোচনা করেছি। এখানে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কয়েকটি প্রধান মডেল আলোচনা করা হল। যদিও শিক্ষাক্রম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষাক্রম মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে তথাপি এদের মধ্যে তারতম্য রয়েছে অনেক। মডেলের অনুসরণেই শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষাক্রম উন্নয়নে তত্ত্ব ও মডেল প্রয়োগে বেশ কিছু গরমিল দেখা যায়। তাত্ত্বিক দিকটিতে একটি আদর্শ ব্যবস্থা তুলে ধরা যত সহজ কিন্তু বাস্তবে তার রূপদান করা বা অনুসরণ করা তত সহজ নয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে তত্ত্বের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মডেল অনুসরণে বাস্তবরূপ দান করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে মডেলের কোন রদবদল করা হলে উন্নয়ন কৌশলেও রদবদল অবশ্যই করতে হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রধান প্রধান মডেল নিচে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল ঃ

প্রক্রিয়াভিত্তিক মডেল (The Process Model)

প্রয়োজনীয় জ্ঞান বাছাইকরণ

প্রক্রিয়াভিত্তিক মডেল অনুসরণে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রধান ও প্রথম কাজ হল সময়োপযোগী কতগুলো নির্ণায়ক বা ক্রাইটেরিয়া সনাক্ত করা। সনাক্তকৃত এসব নির্ণায়কের আলোকে জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমাজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান বাছাইকরণ এবং তদানুসারে বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশল নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর আচরণে (সুনির্দিষ্ট) কি কি পরিবর্তন আনয়ন করা যাবে তা পূর্ব থেকে অনুমান করা সম্ভব হয় না বলে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার দরকার হয় না। এই প্রক্রিয়াভিত্তিক মডেলে শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, গুণগতমান ইত্যাদির বিচার বিশ্লেষণ করে লাগসই বিষয়বস্তু ও কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করা হয়। যেমন- আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমকে কর্মমুখী শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সেজন্য কর্মমুখী শিক্ষার বিষয় হিসেবে "কৃষি শিক্ষা" নির্বাচন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক পরিণমন, দক্ষতা, তথা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় ভৌত ও কারিগরি সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করে - কৃষি শিক্ষায় কৃষি, হাঁস-মুরগি পালন, পশুপাখি পালন, মাছ চাষ, বনায়ন ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে প্রবর্তন করা হয়েছে। এখানে বিষয়টি হচ্ছে কৃষি শিক্ষা এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কৃষি, হাঁস-মুরগি পালন, পশু-পাখি পালন, মাছ চাষ, বনায়ন ইত্যাদি শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্বাচনে প্রদর্শন, দলগত আলোচনা, ব্যবহারিক কাজ ইত্যাদি থাকতে পারে। উপকরণ হিসেবে কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি, গাছের চারা, মাছের পোনা ইত্যাদি গৃহীত হতে পারে।

লাগসই বিষয়বস্তু ও কর্মপদ্ধতি নিরূপণ

প্রক্রিয়াভিত্তিক মডেলের কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা হল ঃ

সীমাবদ্ধতা

- এই মডেলটি দার্শনিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত বিধায় বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়।
- জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্র থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বাছাই করা কষ্টকর, শ্রমসাধ্য এবং দক্ষ বিশেষজ্ঞের কাজ।
- এই মডেল কোন সীমারেখা বা বিধি-নিষেধ না থাকায় শিখন-শেখানো কার্যাদিতে অপ্রাসঙ্গিক দিক অনাহুতভাবে এসে যাওয়ার সুযোগ থাকে।
- সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য উল্লেখ থাকে না বলে শিক্ষকের পক্ষে সঠিক পাঠদান পদ্ধতি নির্বাচন ও অনুসরণ করা কষ্টকর।

উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেল উদ্ভাবনের পূর্ব পর্যন্ত প্রক্রিয়াভিত্তিক মডেল অনুসরণে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হত। ত্রিশ দশকের পূর্বে ভারত উপমহাদেশে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে প্রক্রিয়ভিত্তিক মডেল অনুসরণ করা হত।

উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেল (The Objective Model)

বৈশিষ্ট্য

এই মডেলের কেন্দ্রীয় বিষয় হল শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জন করা। আর এই সব উদ্দেশ্য - সমাজ, শিক্ষার বিষয়, শিক্ষার্থী, জনগণের মৌলিক বিশ্বাস, কৃষ্টি, চাহিদা, জীবন যাত্রারধরন, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করা হয়। এই নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সংগঠিত করা হয়। উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঃ

- উদ্দেশ্যাবলি সুনির্দিষ্টভাবে বিবৃত করা হয় এবং সেগুলো আচরণিক ভাষায় প্রকাশ করা হয়।
- বিষয়বস্তু, শিখন সামগ্রী, শিখন শেখানো কার্যাবলি ইত্যাদি সবই উদ্দেশ্যভিত্তিক।
- সর্বোপরি, শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের (দৈহিক, সামাজিক, মানসিক, আবেগিক ইত্যাদি) জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক কার্যাবলি এতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেল অনুসরণে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি সহজ ও সরাসরি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষাক্রম উন্নয়নকারী থেকে শুরু করে শ্রেণী, শিক্ষক পর্যন্ত সকলের কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। উদ্দেশ্য অর্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় অথচ উদ্দেশ্য অর্জনে অতি সহায়ক হলেও তা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের সুবিধা

- শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজীবন, রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সামাজিক রূপান্তরের ধারা, নবতর মূল্যবোধ, পরিবর্তিত জীবন ধারণ কৌশল ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটে।
- বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিখন অভিজ্ঞতা চয়ন, প্রণয়ন কৌশল, শিখন শেখানো কার্যাবলি, শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন, এসব কার্য নির্ধারণে উদ্দেশ্যাবলি, নির্দেশনা প্রদান করে।
- শিখন সামগ্রী রচনা, প্রাক-মূল্যায়ন, পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন ইত্যাদিতে শিক্ষককে সঠিক পথ নির্দেশ করে থাকে।
- বিষয়বস্তুর গ্রন্থনায় (আনুভূমিক, উলম্ব) সমন্বয়, ধারাবাহিকতা, অনুক্রম ইত্যাদি রক্ষায় নির্দেশনা পাওয়া যায়।
- শিক্ষাক্রম উন্নয়নকারী থেকে শুরু করে মূল্যায়নকারী পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যক্রম পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থাকতে সহায়তা করে।

উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের অসুবিধা

- উদ্দেশ্যের বহির্ভূত কোন প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না।
- সাধারণভাবে সকল শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়ার নর্ম এতে প্রতিফলিত হয়। ফলে এত এককভাবে কোন শিক্ষার্থী প্রতিক্রিয়া জানা যায় না।
- আচরণিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা একটি জটিল কাজ।
- আচরণিক উদ্দেশ্য অর্জন পরিমাপ করা প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে পুরোপুরি সম্ভব হয় না।
- উদ্দেশ্য অনুসরণে অনুসৃত কার্যাবলির ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি হলে উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়।

উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল বহুল ব্যবহৃত একটি মডেল। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রবক্তা টাইলার তত্ত্ব উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রথম মডেল। হুইলার, কার, হিলদা তাবা ও ইরাট তত্ত্ব উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের পরিমার্জিত মডেল বিশেষ। বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রমও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি প্রণীত শিক্ষাক্রম এবং বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তিত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মডেলের উন্নততর রূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্বের ও মডেলের মধ্যে -
- ক) যথেষ্ট মিল রয়েছে
- খ) যথেষ্ট গরমিল রয়েছে
- গ) কোন প্রকার সম্পর্ক নেই
- ঘ) একটি অপরটির বিপরীত

২। কোন্‌টি প্রক্রিয়াভিত্তিক মডেলের সীমাবদ্ধতা?
- ক) দক্ষ বিশেষজ্ঞের কাজ
- খ) পাঠদান পদ্ধতি নির্বাচন সহজ
- গ) উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত থাকে
- ঘ) অপ্রাসঙ্গিক দিক অন্তর্ভুক্ত থাকে না

৩। কোন্‌টি উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উন্নততর মডেল?
- ক) টাইলার মডেল
- খ) ইরাট মডেল
- গ) কার মডেল
- ঘ) বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম মডেল

পাঠ ৩.৫ বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেল

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেল ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেলের ধাপগুলো বর্ণনা দিতে পারবেন এবং
- বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেলের সঙ্গে উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের তুলনা করতে পারবেন।

বাস্তব অবস্থা জরিপ ও বিশ্লেষণ

বর্তমানে শিক্ষার্থীর চাহিদা নিরূপণের জন্য বাস্তব অবস্থা জরিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালানো হয়। এই জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ করা হয়ে থাকে এবং একে ভিত্তি করে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয় বলে একে 'বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ' মডেল বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষাক্রম উন্নয়নের মডেলের নামকরণ হল 'বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেল'। বর্তমানে বিশ্বের নানাদেশে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেল অনুসরণে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। নিচে বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেলের চিত্র দেওয়া হল ঃ

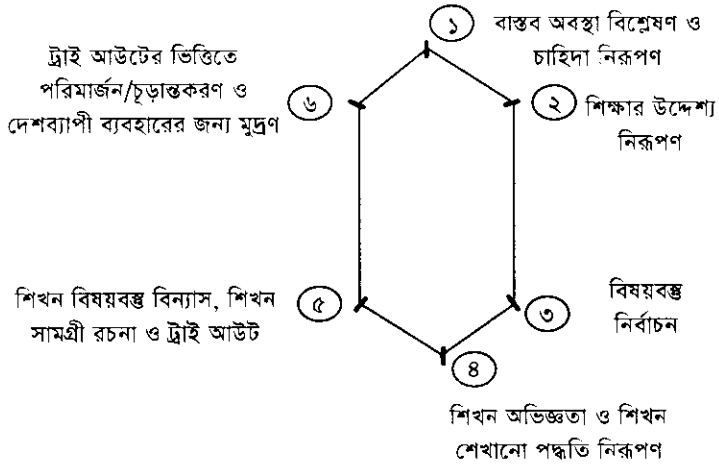

১. বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণ

- শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞের একটি দল অনুধ্যানের মাধ্যমে লক্ষ্য দলের বৈশিষ্ট্য, সমস্যা এবং সমাজের বাস্তব চাহিদা বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন।
- সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে চাহিদা সনাক্ত ও সমাজের সমস্যা নিরূপণ করা হয় এবং সমস্যাগুলোকে চাহিদার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিন্যাস করা হয়।

২. শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ

- সমাজ ও শিক্ষার্থীর চাহিদার আলোকে ও সমস্যার সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য নিরূপণ করা হয়।
- শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্যগুলো আচরণিক ভাষায় প্রকাশ হয় যাতে একজন অতি সাধারণ মানুষ তা পরিমাপ করে যাচাই করতে পারেন।

৩. বিষয়বস্তু

শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণের পরের কাজটি বিষয়বস্তু চয়ন বা নির্বাচন করা হয়। উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পর্যাপ্ত ও যথাযথ বিষয়বস্তু চয়নের পর সেগুলোকে মনোবৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে বিন্যাস করা হয়।

৪. শিখন অভিজ্ঞতা ও শিখন শেখানো পদ্ধতি নিরূপণ

শিখন অভিজ্ঞতা ও শিখন শেখানো পদ্ধতি এই ধাপে নিরূপণ করা হয়। শিখন শেখানো পদ্ধতি ও শিখন কার্যক্রম পরিচালনা যথাযথ অনুসৃত হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হয়। কারণ শিক্ষার্থী পাঠে আনন্দবোধ করে বলে স্বেচ্ছায় সক্রিয়ভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করে। অধিকন্তু শিক্ষার্থী কাজ করে শেখার সুযোগ পায় বলে শিখন স্থিতিশীল হয় এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে স্থানীয় সহজলভ্য উপকরণ বেশি ব্যবহার শিখন করা হয় বলে শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে।

৫. শিখন বিষয়বস্তুর বিন্যাস, সামগ্রী রচনা ও ট্রাই-আউট

এ পর্যায়ের মূল্যায়নের প্রধান কাজ হল শিখন ইউনিটগুলোকে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করা এবং নমুনা পাঠগুলো সঠিকভাবে প্রণীত হয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখা। এ উদ্দেশ্যে নমুনা পাঠগুলোকে কিছুসংখ্যক নির্বাচিত লক্ষ্যদলের (Target Group) উপর প্রয়োগ করে এদের যথার্থতা, উপযোগিতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৬. ট্রাই-আউট এর ভিত্তি পরিমার্জন, চূড়ান্তকরণ ও দেশব্যাপী ব্যবহারের জন্য মুদ্রণ

প্রক্রিয়াভিত্তিক ও উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের সমন্বিতরূপ

এই ধাপে ট্রাই-আউট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য যথাযথভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। এর ফলে পাঠের সবল ও দুর্বল দিকগুলো নিরূপণ সম্ভব হয়। অতঃপর নমুনা পাঠগুলো পরিমার্জন করে চূড়ান্ত সংস্করণ তৈরি এবং দেশব্যাপী ব্যবহারের জন্য মুদ্রণ করা হয়। দেশব্যাপী প্রবর্তনের কিছু সময় অন্তর অন্তর এ বিষয়ে ফিডব্যাক সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে পরিমার্জন করে শিখন সামগ্রীর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেল এর তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল - জরিপের মাধ্যমে চাহিদা নিরূপণকালে - সমাজের অতীতেও বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যতের চাহিদা এবং প্রচলিত শিক্ষাক্রম বর্তমান চাহিদা পূরণে কতটুকু সমর্থ তা মূল্যায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত করার পর পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রম উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা হয়। এ ছাড়া বাস্তব অবস্থা মডেলটি গভীরভাবে নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এটি প্রক্রিয়াভিত্তিক ও উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের সমন্বয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে।

- **বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেল ও উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের তুলনা**

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেল	উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেল
১. শিক্ষার বর্তমান চাহিদা জরিপের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়।	১. সময়ের চাহিদা, সমকালীন জীবনযাত্রা কৃষ্টির বিবর্তন ইত্যাদি ডেস্ক স্টাডির মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়।
২. সরেজমিনে গিয়ে অনুধ্যানের মাধ্যমে লক্ষ্য দলের বৈশিষ্ট্য সমস্যা চিহ্নিত করা হয়।	২. কেন্দ্রে বসে চাহিদা নিরূপণ করা হয়।
৩. চাহিদার দীর্ঘ তালিকা থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উদ্দেশ্যের তালিকা প্রণয়ন করা হয়।	৩. উদ্দেশ্যের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করা হয় না।
৪. শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয়বস্তু চয়ন করা হয়।	৪. বিষয়বস্তু শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক অনেক ক্ষেত্রে চয়ন করা সম্ভব হয় না।
৫. শিখন ইউনিটগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করা হয় এবং নমুন পাঠগুলো নির্বাচিত লক্ষ্যদলে প্রয়োগ করা হয়।	৫. উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের সব কিছু উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেলের ধাপ কয়টি?

ক) ৪ টি
খ) ৫ টি
গ) ৬ টি
ঘ) ৭ টি

২। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণের পরবর্তী কাজ কোন্‌টি?

ক) আচরণিক ভাষায় প্রকাশ
খ) বিষয়বস্তু চয়ন
গ) বিষয়বস্তু বিন্যাস
ঘ) বিষয়বস্তু রচনা

৩। ট্রাই-আউটের মাধ্যমে কোন্‌টি জানা যায়?

ক) চিহ্নিত বিষয়বস্তুর সবল ও দূর্বল দিক
খ) পাঠের সবল ও দূর্বল দিক
গ) পাঠদান পদ্ধতির কাঠিন্য
ঘ) শিক্ষার্থীর দূর্বলতা

পাঠ ৩.৬ রোনাল্ড হেভলক মডেলসমূহ

এই পাঠ শেষে আপনি রোনাল্ড হেভলকের —

- গবেষণা ও উন্নয়ন মডেলের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেল অনুসরণে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ধাপগুলো বলতে পারবেন।
- সমস্যা সমাধান মডেলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- সমস্যা সমাধান মডেলের ধাপগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।

রোনাল্ড হেভলক ১৯৭৭ সালে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কৌশলকে তিনটি মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

- গবেষণা ও উন্নয়ন মডেল
- সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেল
- সমস্যা সমাধান মডেল

গবেষণা ও উন্নয়ন মডেল

শিক্ষাক্রম উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান মৌলিক ও ফলিত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করে থাকে। শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তু ও শিখন উপকরণ তৈরির পর নমুনা লক্ষ্যদলে প্রয়োগ করে এর উপযোগিতা ও কার্যকারিতা যাচাই করা হয়। যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত শিখন উপকরণের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়। এই সংশোধিত শিখন উপকরণ দেশব্যাপী ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুদ্রণ করা হয়। মুদ্রিত শিখন উপকরণ বিস্তরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করার দেশব্যাপী প্রবর্তন করা হয়।

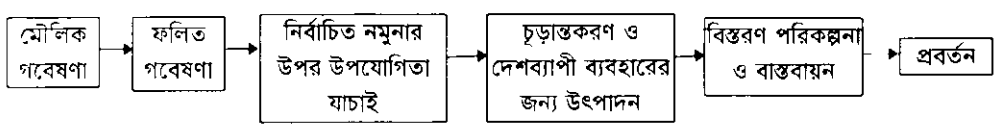

গবেষণা ও উন্নয়ন মডেল

গবেষণা ও উন্নয়ন মডেলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

এটি –

- আধুনিক ও ধারাবাহিক
- গবেষণাভিত্তিক ও সুপরিকল্পিত।
- প্রতিটি ধাপের কাজ সুনির্দিষ্ট অথচ সমন্বিত এবং
- দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যয়সাপেক্ষ।

গবেষণা ও উন্নয়ন মডেলের সুবিধা

- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এর প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা হয়।
- শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ এটি প্রণয়ন করেন।
- প্রতি ধাপের গুণগতমান মূল্যায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।
- দেশব্যাপী ব্যবহারের পূর্বে উপযোগিতা যাচাই করা হয়।
- ব্যাপক ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়।

গবেষণা ও উন্নয়ন মডেলে প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিক্ষকগণের ব্যাপক সংশ্লিষ্টতা থাকে না এবং এতে ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক চাহিদার পুরোপুরি প্রতিফলন কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেল

সকল শ্রেণীর লোকের মতামতভিত্তিক

এই মডেল শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা এবং পরবর্তী সকল কার্য সম্পাদনে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মতামত গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য নিরূপণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের শেষ ধাপ পর্যন্ত সকলকে অবহিত করা হয়। সমাজের সকল স্তরের পেশাজীবীর অভিমত গ্রহণ এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা এবং তাঁদের পরামর্শ ও যথাযথভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। এই মডেলকে শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ মডেলও বলা যেতে পারে।

হেভলকের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেলটি বোঝার সুবিধার্থে (কেন্দ্রীয় বিষয় ঠিক রেখে) নিম্ন আকারে উপস্থাপন করা হল ঃ

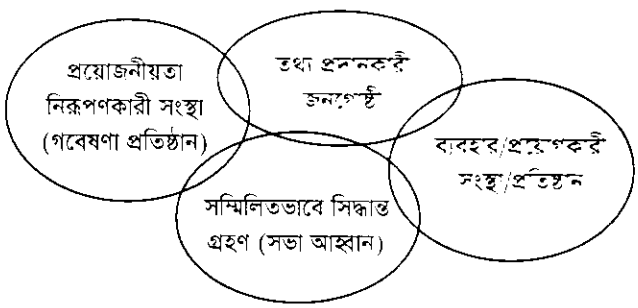

মিথস্ক্রিয়া মডেল অনুসরণে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে নিম্নোক্ত ধাপ অনুসৃত হয় ঃ

- প্রথমত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংগঠন করা হয়। অতঃপর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শিখনের নবতর বিষয়বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।
- দ্বিতীয়ত সংগৃহীত তথ্যের সারবস্তু সর্বস্তরের জনসভায় উপস্থাপন, আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত শিক্ষাক্রম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি চূড়ান্তকরণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সমাপন করা হয়।
- সবশেষে চূড়ান্ত শিক্ষাক্রম দেশব্যাপী ব্যবহার করা হয়।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেলের সুবিধা

- এই মডেল শিক্ষাক্রম উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি নমনীয়।
- তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা যায় তাই বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় সম্পৃক্ত হয়।
- তাত্ত্বিক অপেক্ষা ব্যবহারিক দিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- বাস্তবায়নে অর্থের ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম হয়।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেলের অসুবিধা

- এই মডেল নমনীয় বলে সময় বেশি লাগে।

- গুণগত দিক অপেক্ষা পরিমাণগত দিকে অধিক প্রাধান্য পায়।
- বাস্তবায়নে সব খুটিনাটি দিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না।

সমস্যা সমাধান মডেল

শিক্ষাব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য শিক্ষাক্রমকে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবায়ন করতে হয়। তাই শিক্ষাক্রমকে একটি ধারাবাহিক পরিবর্তনশীল পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি হল ঃ

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণে কোন কাজ করাকে বলা হয় সমস্যা সমাধান পদ্ধতি। সমস্যা সমাধান পদ্ধতি আবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নামেও পরিচিত। কারণ এ পদ্ধতিতে একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয়।

সমস্যা সমাধানের মডেলের প্রধান ধাপগুলো হল ঃ

- প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা
- সমস্যার লক্ষণ বা ধরন নিরূপণ
- অনুসন্ধান চালানো
- সমস্যার প্রতিকার
- সম্ভাব্য সমাধান চিহ্নিতকরণ
- প্রয়োগ করে সঠিক সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা।

কার্য সম্পাদনের প্রক্রিয়া ঃ

- সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়।
- এই প্রয়োজনীয়তাকে সমস্যায় রূপান্তর করার পর এর লক্ষ্যণগুলো নিরূপণ করা হয়।
- অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করা হয়।
- উদ্ভাবিত সমাধানের উপায়গুলোকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়টি চিহ্নিত করা হয়।
- সনাক্তকৃত উৎকৃষ্ট উপায়টি দেশব্যাপী ব্যবহার করা হয়।

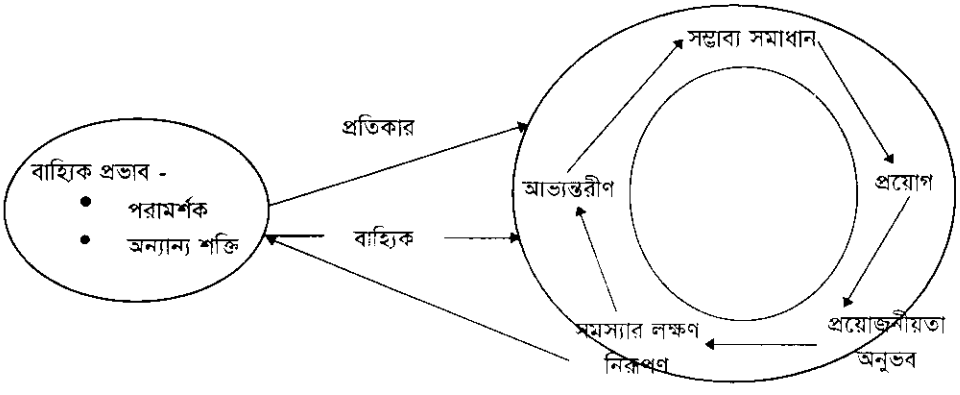

সমস্যা সমাধান মডেলের বৈশিষ্ট্য

- লক্ষ্যদলের "প্রয়োজনীয়তা" সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হয়।
- সমস্যার প্রকৃতি লক্ষণ নিরূপণ সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
- সমস্যা সমাধানে বাহ্যিক প্রভাবগুলোর কোন দিক নির্দেশনা থাকে না বিধায় এগুলোকে বিচার বিশ্লেষণের পর গ্রহণ করা হয়।
- অভ্যন্তরীণভাবে প্রাপ্ত সম্পদগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে হয়, কারণ এগুলো সহজ লভ্য ও প্রয়োগযোগ্য।
- স্ব-উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় বলে উদ্ভাবনকারীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। ফলে এই প্রক্রিয়াটি স্থিতিশীলরূপ লাভ করে।

হেভলক তার তিনটি মডেল সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করেছেন। সংক্ষেপে তিনটি মডেলের সংযোগ ক্রিয়া নিচে দেওয়া হল ঃ

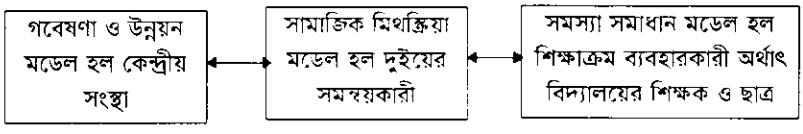

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। কোন্‌টি মৌলিক ও ফলিত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়?
- ক) বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেল
- খ) সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেল
- গ) সমস্যা সমাধান মডেল
- ঘ) গবেষণা, উন্নয়ন ও পরিব্যাপ্তী মডেল

২। কোন্‌টি গবেষণা ও উন্নয়ন মডেলের বৈশিষ্ট্য?
- ক) জরিপভিত্তিক
- খ) দীর্ঘ মেয়াদী ও ব্যয় সাপেক্ষ
- গ) দক্ষ কুশলীর দরকার হয় না
- ঘ) শ্রেণী শিক্ষক সবকিছু করতে পারেন

৩। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেলে কোন্‌টির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়?
- ক) তাত্ত্বিক দিক
- খ) ব্যবহারিক দিক
- গ) আর্থিক দিক
- ঘ) সব কয়টি দিক

৪। সমস্যা সমাধান মডেলের ধাপ কয়টি?
- ক) ৪টি
- খ) ৫টি
- গ) ৬টি
- ঘ) ৭টি

পাঠ ৩.৭ ইরাট মডেল ও তুলনামূলক আলোচনা

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ইরাট মডেলের বিবরণ দিতে পারবেন।
- ইরাট মডেলের বৈশিষ্ট্য বিবৃত করতে পারবেন।
- ইরাট মডেলের সুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন মডেলের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।

শিক্ষাবিদ ইরাট তাঁর গবেষণা দলের সহায়তায় ১৯৭৫ সালে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে এই মডেল উদ্ভাবন করেন। ইরাট শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল 'রৈখিক' ও 'আবর্তনশীল' উভয় তত্ত্ব সমন্বয়ে গঠিত। সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণে এই মডেল প্রয়োগ করে সুফল লাভের পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে এই মডেল ব্যবহৃত হচ্ছে। নিচে ইরাট মডেলের নকশা ও উপাদানের ব্যাখ্যা দেওয়া হল ঃ

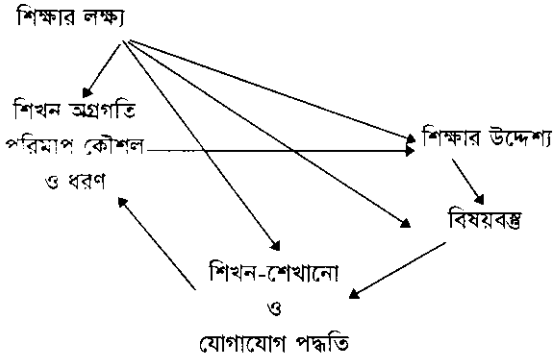

ইরাট শিক্ষাক্রমের প্রতিটি উপাদান আবর্তনশীলক্রমে এবং রৈখিকক্রমে শিক্ষার লক্ষ্যের আলোকে মূল্যায়ন করা যায়। ইরাট মডেলে শিক্ষার লক্ষ্য হল কেন্দ্রীয় বিষয় যা শিক্ষাক্রম উন্নয়নে প্রধান ধাপগুলোকে প্রভাবিত করে। যেমন- শিক্ষার লক্ষ্য হতে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ বিষয়বস্তু চয়ন, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিখন শেখানো পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ইত্যাদি।

তাছাড়া ইরাট মডেল প্রয়োগ করে শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করলে শিক্ষাক্রমের সব ধাপগুলো নিখুঁতভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

ইরাট মডেলের সুবিধা

- শিক্ষার লক্ষ্যের অবস্থান থেকে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে সঙ্গতি আছে কি না তা মূল্যায়ন করার সুযোগ সর্বাধিক।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণকালে শিক্ষার লক্ষ্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করে বিধায় লক্ষ্য অর্জনের সকল দিক অন্তর্ভুক্ত করে উদ্দেশ্য নিরূপণ করা যায়।
- বিষয়বস্তু চয়ন সঠিক ও পর্যাপ্ত হলো কি না তা দুই দিক (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) থেকে যাচাই করে দেখা যায়। ফলে কোন বিষয় বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে না।
- রচিত বিষয়বস্তু পঠন পাঠনে সঠিক পদ্ধতি ও প্রণালী সনাক্তকরণ সুষ্ঠু হলো কি না তা যাচাই করে দেখা যায়।
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হল কি না তা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক এই দুই প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন করা যায়।

রোনাল্ড মডেল ও ইরাট মডেলের তুলনা

রোনাল্ডের তিনটি মডেল			ইরাট মডেল
গবেষণা, উন্নয়ন ও পরিব্যাপ্তি মডেল	**সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেল**	**সমস্যা সমধান মডেল**	
১. মৌলিক ও ফলিত গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়।	১. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ধাপে সমাজের সকলকে সম্পৃক্ত করতে হয়।	১. একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যাকে কেন্দ্র করে সমাধানের জন্য ধারবাহিকভাবে প্রচেষ্টা করা হয়।	১. শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষাক্রম উন্নয়নের হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।
২. আধুনিক, ধারাবাহিক, সমন্বিত, দীর্ঘ মেয়াদী ও ব্যয় বহুল।	২. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া অত্যন্ত নমনীয়, বাস্তবায়নে তুলনামূলকভাবে কম খরচ পড়ে।	২. সমস্যা ও সমাধানের জন্য ২য় ধাপ বিশিষ্ট শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুস্থরিত হয়।	২. শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ও বিশ্লেষণে চার ধাপ বিশিষ্ট প্রক্রিয়া অনুস্থরিত হয়।
৩. রৈখিক মডেল।	৩. রৈখিক মডেল।	৩. আবতনশীল মডেল।	৩. রৈখিক ও আবর্তনশীল মডেল।
৪. প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকবৃন্দের সংশ্লিষ্টতা কম থাকে।	৪. সমাহের সকল স্তরের মানুষ সংশ্লিষ্ট থাকেন।	৪. বিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্টতা সবচেয়ে বেশি।	৪. শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ সংশ্লিষ্টতা সবচেয়ে বেশি।
৫. আঞ্চলিক ও ভৌগলিক চাহিদার পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয় না।	৫. সমগ্র অঞ্চলের চাহিদা সামগ্রিকভাবে প্রতিফলন ঘটে।	৫. সমস্যার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করা হয় বিধায় স্থিতিশীল হয়।	৫. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন উভয় প্রক্রিয়ায় নিখুঁতভাবে ব্যবহার করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। ইরাট মডেলটি হল -
   ক) রৈখিক
   খ) আবর্তনশীল
   গ) রৈখিক ও আবর্তনশীল
   ঘ) রৈখিক তবে আবর্তনশীল নয়

২। ইরাট মডেল কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়?
   ক) শিক্ষাক্রম উন্নয়নে
   খ) শিক্ষাক্রমে মূল্যায়নে
   গ) শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে
   ঘ) শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়নে

৩। কোন্ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকবৃন্দের সংশ্লিষ্টতা কম?
   ক) গবেষণা ও উন্নয়ন মডেল
   খ) সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেল
   গ) সমস্যা সমাধান মডেল
   ঘ) ইরাট মডেল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিঠ ৩

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১। জনগোষ্ঠীর মৌলিক বিশ্বাস বলতে কি বুঝেন?

২। সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় দিক কি কি?

৩। শিক্ষানীতিতে সকল নীতির প্রতিফলন ঘটে - বুঝিয়ে লিখুন।

৪। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিবেচ্য দিক কি কি?

৫। আঞ্চলিক দেশসমূহ শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কি কি পর্যায় অনুসরণ করে?

৬। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সর্বজনীন পর্যায় কোন্‌টি এবং কেন?

৭। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৮। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষার্থী কোন্ কোন্ বিষয়ে অভিমত দিতে পারে?

৯। টাইলার তত্ত্বের মূল ভিত্তি কি?

১০। টাইলার ও হুইলার তত্ত্বের তুলনামূলক বর্ণনা দিন।

১১। লেভীর তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি?

১২। ইউনেস্কো তত্ত্বের পর্যায় কয়টি ও কি কি?

১৩। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব ও মডেলের মধ্যে পার্থক্য কি?

১৪। প্রক্রিয়াভিত্তিক মডেলে কেন পূর্ব থেকে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না?

১৫। উদ্দেশ্যভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সুবিধা কি কি?

১৬। প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের তিনটি পার্থক্য উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।

১৭। শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণে কি কি কাজ করতে হয়?

১৮। ট্রাই-আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে কি কি জানা যায়?

১৯। বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেলের তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কি কি?

২০। বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেল ও উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলের মধ্যে পার্থক্য কি?

২১। গবেষণা ও উন্নয়ন মডেলের সুবিধা কি কি?

২২। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেলের ধাপগুলো কি কি?

২৩। সমস্যা সমাধান মডেলের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

২৪। ইরাট মডেলের বৈশিষ্ট্য কি কি?

২৫। ইরাট মডেলের কেন্দ্রীয় বিষয় কি?

২৬। রোনাল্ড ও ইরাট মডেলের তুলনা করুন।

উত্তরমালা - ইউনিট ৩

পাঠ ৩.১

১। ক ২। ক ৩। গ

পাঠ ৩.২

১। ক ২। ঘ ৩। খ

পাঠ ৩.৩

১। ঘ ২। গ ৩। খ

পাঠ ৩.৪

১। খ ২। ঘ ৩। ঘ

পাঠ ৩.৫

১। গ ২। ক ৩। খ

পাঠ ৩.৬

১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। খ

পাঠ ৩.৭

১। গ ২। ঘ ৩। ক